২. আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সর্বপ্রথম পার্থক্য করেন–
ক সক্রেটিস খ অ্যারিস্টেটল
গ জন লক ঘ ম্যাকিয়াভেলি

৩. জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয় কবে?
ক ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮
গ ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ ঘ ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৮

৪. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে 'নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য' সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক ২১ খ ২৭
গ ২৮ ঘ ২৯

৫. তথ্য কমিশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ২০১০ খ ২০০৭
গ ২০০৮ ঘ ২০০৯

৬. 'The Spirit of Laws' বইটি কার লেখা?
ক জ্যাঁ বোঁদা খ মন্টেস্কু
গ ম্যাডিসন ঘ অ্যারিস্টেটল

২৭. সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন দেশে লাল ফিতা প্রত্যয়টি প্রচলিত হয়?
ক ফ্রান্সে খ ইংল্যান্ডে
গ রাশিয়ায় ঘ জার্মানিতে

২৮. Red Tapism বা 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্য'-এর সাথে সম্পর্কিত–
ক স্থানীয় শাসন খ কেন্দ্রীয় শাসন
গ আমলাতন্ত্র ঘ জাতীয় প্রশাসন

২৯. রাষ্ট্রের 'পঞ্চম স্তম্ভ' কাকে বলা হয়?
ক রাজনীতি খ সুশীল সমাজ
গ সংবাদ মাধ্যম ঘ যুবশক্তি

৩০. 'বিকেন্দ্রীকরণ' কী?
ক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করা
খ ক্ষমতা একজনের হাতে দেওয়া
গ ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া
ঘ ক্ষমতার আন্তর্জাতিকীকরণ

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট– ১ ও ২ (নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১.	গ	২.	ঘ	৩.	খ	৪.	ক	৫.	গ
৬.	খ	৭.	ক	৮.	ঘ	৯.	খ	১০.	ঘ
১১.	ঘ	১২.	ক	১৩.	গ	১৪.	ক	১৫.	ঘ
১৬.	গ	১৭.	গ	১৮.	ক	১৯.	গ	২০.	ক
২১.	ক	২২.	ঘ	২৩.	গ	২৪.	ক	২৫.	ঘ
২৬.	খ	২৭.	খ	২৮.	গ	২৯.	খ	৩০.	গ

সেল্ফ টেস্ট : ৩ (৪৬-৩৫তম BCS প্রশ্ন ও উত্তর)

১. 'Animal Liberation' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক হেগেল খ কান্ট
গ বেন্থাম ঘ পিটার সিঙ্গার

২. 'বিপরীত বৈষম্য'-এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়–
ক নারীদের ক্ষেত্রে খ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
গ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ঘ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে

৩. মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো–
ক উন্নয়ন খ গণতন্ত্র
গ সংস্কৃতি ঘ সুশাসন

৪. জেরেমি বেন্থাম কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
ক জার্মানি খ ফ্রান্স
গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

৫. গোল্ডেন মিন (Golden Mean) হলো–
ক সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের গড়
খ দুটি চরম পন্থায় মধ্যবর্তী অবস্থা
গ ত্রিভুজের দুটি বাহন ভূকেন্দ্রিক সম্পর্ক
ঘ একটি প্রাচীন দার্শনিক ধারার নাম

৬. নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?
ক শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
খ শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
গ শাসন প্রক্রিয়া এবং নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
ঘ শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন

৭. কোন বছর ইউএনডিপি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?
ক ১৯৯৫ খ ১৯৯৭
গ ১৯৯৮ ঘ ১৯৯৯

৮. UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে?
ক ৬টি খ ৭টি
গ ৮টি ঘ ৯টি

৯. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কাকে বলা হয়?
ক রাজনীতি খ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়
গ সংবাদমাধ্যম ঘ যুবশক্তি

১০. সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়?
ক বিশ্বস্ততা খ সৃজনশীলতা
গ নিরপেক্ষতা ঘ জবাবদিহিতা

১১. 'Power: A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক ম্যাকিয়াভেলি খ হবস
গ লক ঘ বার্ট্রান্ড রাসেল

১২. 'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন–
ক ডেকার্ট খ ইমানুয়েল কান্ট
গ ডেভিড হিউম ঘ জন লক

১৩. 'Human Society in Ethics and Politics' গ্রন্থের লেখক কে?
ক প্লেটো খ রুসো
গ বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ জন স্টুয়ার্ট মিল

১৪. মূল্যবোধের উৎস কোনটি?
ক. ধর্ম খ. সমাজ
গ. নৈতিক চেতনা ঘ. রাষ্ট্র

১৫. 'Johannesburg Plan of Implementation' সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?
ক টেকসই উন্নয়ন খ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
গ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘ উপরের কোনোটিই নয়

উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট– ৩ (৪৬-৩৫তম BCS প্রশ্ন ও উত্তর)

১.	ঘ	২.	ঘ	৩.	গ	৪.	ঘ	৫.	খ
৬.	ঘ	৭.	খ	৮.	ঘ	৯.	গ	১০.	খ
১১.	ঘ	১২.	খ	১৩.	গ	১৪.	গ	১৫.	ক

BCS
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন (লেকচার ১ থেকে ৩)

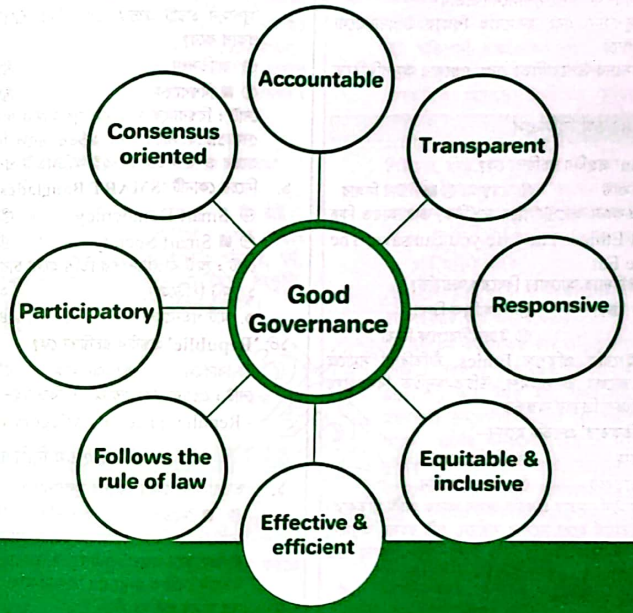

বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪
পরীক্ষা দিতে Visit করুন : www.confidenceexampoint.com
অফিসিয়াল Page : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের সিলেবাস ও বিগত প্রশ্ন

বিষয় : নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

পূর্ণমান : ১০

১. মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সংজ্ঞা
২. মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক
৩. মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সাধারণ ধারণা
৪. সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ এবং সুশাসনের গুরুত্ব
৫. জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের প্রভাব
৬. সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুশাসন এবং মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে
৭. মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপযোগিতা এবং এগুলোর অনুপস্থিতিতে সামাজিক অবক্ষয়

৪৬তম বিসিএস

১. **'Animal Liberation' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক হেগেল খ কান্ট গ বেন্থাম ঘ ■ পিটার সিঙ্গার
নোট : পিটার সিঙ্গার একজন আস্ট্রেলিয়ার দার্শনিক, তার আরও কিছু বই হলো : Practical Ethics. The Life you can save, The Ethics of what we Eat

২. **কোন শ্রেণির ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত?**
ক নৈতিকতা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া খ সামাজিক ক্রিয়া
গ ■ ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া
নোট : নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Ethics. নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, যা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৩. **বাংলাদেশের 'নব্য-নৈতিকতার' প্রবর্তক হলেন–**
ক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ খ জি.সি. দেব
গ ■ আরজ আলী মাতুব্বর ঘ আব্দুল মতীন
নোট : বাংলাদেশের নব্য-নৈতিকতার প্রবর্তক হলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তার বিখ্যাত কিছু সাহিত্যকর্ম হলো সত্যের সন্ধানে, সৃষ্টি রহস্য, অনুমান, মুক্তমন ইত্যাদি। তার অন্যতম বিখ্যাত উক্তি হলো– বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রি আছে, জ্ঞানের কোনো ডিগ্রি নেই। জ্ঞান ডিগ্রিবিহীন ও সীমাহীন।

৪. **নিচের কোনটি সুশাসনের মূলনীতি?**
ক ■ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা খ কর্তৃত্ববাদী শাসন
গ কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘ স্বজন প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব
নোট : সুশাসনের মূলনীতি হলো– স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আর মূলভিত্তি হচ্ছে আইনের শাসন।

৫. **'মানুষ হও এবং মরে বাঁচ'–এটি কার উক্তি?**
ক প্লেটো খ ■ হেগেল গ জি. ই. ম্যুর ঘ রাসেল
নোট : ফ্রিডরিখ হেগেলে একজন জার্মান দার্শনিক। তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো পরম ভাববাদ, দ্বন্দ্বতত্ত্ব। তার বিখ্যাত কিছু বই–
- The Phenomenology of Spirit
- Science of Logic
- Lectures on Aesthetics

তার অন্যতম আরেকটি বিখ্যাত উক্তি– বিশ্বের ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতার ধারণার বিকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

৬. **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা কত সালে পাস হয়?**
ক ২০১০ খ ২০১১ গ ■ ২০১২ ঘ ২০১৮
নোট : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো– দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রণীত একটি সুশাসন কৌশল। স্লোগান → সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

৭. **'দর্শন হচ্ছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এক অনধিকৃত প্রদেশ।'– উক্তিটি কে করেছেন?**
ক আর. বি. পেরি খ প্লেটো
গ সি. ডি. ব্রড ঘ ■ বার্ট্রান্ড রাসেল
নোট : বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শনকে বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যবর্তী অনধিকৃত প্রদেশে (No Man's Land) বলে অভিহিত করেছেন। তার রচিত কিছু গ্রন্থ– political Ideals. The Element of Ethics. The problems of philosophy.

৮. **'সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল'– এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে?**
ক জাতিসংঘ খ জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি
গ ■ বিশ্বব্যাংক ঘ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক
নোট : বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম সুশাসনের ধারণা দেয় ১৯৮৯ সালে। সংজ্ঞা দেয় ১৯৯২ সালে এবং ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের যে চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল এই অভিমতটি প্রকাশ করে।

৯. **নিচের কোনটি 'SMART Bangladesh'-এর উপাদান?**
ক Smart Democracy খ Smart Politics
গ ■ Smart Society ঘ Smart Parliament
নোট : স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি হলো চারটি–
১. স্মার্ট সিটিজেন, ২. স্মার্ট ইকোনমি;
৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট ৪. স্মার্ট সোসাইটি

১০. **'Republic' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক বার্কলে খ জন লক গ ডেকার্ট ঘ ■ প্লেটো
নোট : প্লেটোর বিখ্যাত আরও কিছু বই–
- Repulic; phaedo; Allegory of the cave

৪৫তম বিসিএস

১. **ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ?**
ক ■ নৈতিক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ঘ সামাজিক
নোট : নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য করে থাকে। অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যম।

২. **সুশাসনের পূর্বশর্ত কী?**
ক নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা খ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
গ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ঘ ■ মত প্রকাশের স্বাধীনতা
নোট : সুশাসনের পূর্বশর্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা। সুশাসন হলো উত্তম শাসন, কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক শাসন, উপযুক্ত, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপেক্ষ আইনব্যবস্থা, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু সুশাসন বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

৩. **'Utilitarianism' গ্রন্থের লেখক কে?**
ক ■ জন স্টুয়ার্ট মিল খ ইমানুয়েল কান্ট
গ বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ জেরেমি বেন্থাম
নোট : জন স্টুয়ার্ট মিলের নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে লেখা 'Utilitarianism' ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি সুখ বলতে অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধনকে বুঝিয়েছেন, যা নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– On Liberty, Justice ও Principles of Political Economy। আর ইমানুয়েল কান্ট, বার্ট্রান্ড রাসেল ও জেরেমি বেন্থামের বিখ্যাত বই যথাক্রমে Critique of Pure Reason, The Conquest of Happiness ও The Principles of Morals and Legislation.

৪. **সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে?**
ক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন খ আইএলও
গ ■ বিশ্বব্যাংক ঘ জাতিসংঘ

৫. **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?**
ক সামাজিক দিক খ ■ অর্থনৈতিক দিক
গ মূল্যবোধের দিক ঘ গণতান্ত্রিক দিক

৬. **'জ্ঞান হয় পুণ্য'– এই উক্তিটি কার?**
ক থেলিস খ ■ সক্রেটিস গ অ্যারিস্টটল ঘ প্লেটো
নোট : বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও দর্শনশাস্ত্রের জনক সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি– 'Knowledge is Virtue' (জ্ঞান হয় পুণ্য)। সক্রেটিসের বিখ্যাত আরও কয়েকটি দার্শনিক উক্তি– 'পোশাক হলো বাইরের আবরণ'; 'মানুষের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান'; 'নিজেকে জানো'; 'পৃথিবীতে শুধু একটিই ভালো আছে– জ্ঞান আর একটিই খারাপ আছে– অজ্ঞতা'; 'অপরিজ্ঞীত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা গ্লানিকর'; 'বিস্ময় হলো জ্ঞানের শুরু' ইত্যাদি।

৭. **নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?**
ক ■ শুদ্ধাচার খ মূল্যবোধ গ মানবিকতা ঘ সফলতা

৮. **মূল্যবোধের উৎস কোনটি?**
ক ধর্ম খ সমাজ গ ■ নৈতিক চেতনা ঘ রাষ্ট্র
নোট : মূল্যবোধের উৎস বহুমাত্রিক। মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে যেসব বিষয় সহায়ক হিসেবে কাজ করে, তা হলো– পরিবার, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনকানুন, সংবিধান, সংস্কৃতি, আইনের শাসন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি।

৯. **'শর্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে?**
ক অ্যারিস্টটল খ বার্ট্রান্ড রাসেল
গ হার্বার্ট স্পেন্সার ঘ ■ ইমানুয়েল কান্ট
নোট : শর্তহীন আদেশ হলো এমন এক ধরনের আদেশ, যা তার নিজ গুণেই গৃহীত হয়।

১০. **সুশাসনের মূলভিত্তি–**
ক গণতন্ত্র খ আমলাতন্ত্র
গ ■ আইনের শাসন ঘ মূল্যবোধ

৪৪তম বিসিএস

১. **যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ'-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তা হচ্ছে–**
ক সততা খ সদাচার গ কর্তব্যবোধ ঘ ■ মূল্যবোধ

২. **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে–**
ক শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
খ সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
গ ■ সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ
ঘ দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড

৩. **বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে–**
ক ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
খ ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
গ ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালাতে
ঘ ■ উপরের সবগুলোতে

৪. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে–**
ক ■ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় খ দুর্নীতি দূর হয়
গ প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয় ঘ যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়
নোট : সুশাসনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার সময় যে সকল বাধা-বিপত্তি হয়, তা দূর হয়। বিশেষ করে কালোবাজারি, একচেটিয়া কারবার, মজুদদারি বন্ধ হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি বাড়ে, দুর্নীতি দূর হয়। দেশের সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৫. **জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম–**
ক UNCLOS খ UNCTAD
গ ■ UNCAC ঘ CEDAW
নোট : জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).* জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে ২০০৩ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয় এবং ডিসেম্বর ২০০৫ সালে কার্যকর করা হয়।

৬. **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান–**
ক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য খ স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন
গ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ঘ ■ পরমতসহিষ্ণুতা
নোট : মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্রকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। গণতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত মূল্যবোধই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরমতসহিষ্ণুতা। এছাড়া এর অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য হলো– সহনশীলতা, সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, রাজনৈতিক সততা, নেতার প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি।

৭. **সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (Conflict of interest) এর উদ্ভব হয় যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে–**
ক ■ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে
খ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত থাকে
গ সরকারি স্বার্থ জড়িত থাকে
ঘ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে
নোট : সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' *(Conflict of interest)* এর উদ্ভব হয়, যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে। স্বার্থের অনুকূলে গৃহীত এ নীতি ও পদ্ধতিই হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতি দমন কমিশনের মতে, 'ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি।'

৮. **রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী–**
ক আইনের প্রয়োগের অভাব খ ■ নৈতিকতাও মূল্যবোধের অভাব
গ দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ঘ অসৎ নেতৃত্ব

৯. **প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে–**
ক সমাজে বসবাসের মাধ্যমে খ বিদ্যালয়ে
গ ■ পরিবারে ঘ রাষ্ট্রের মাধ্যমে

১০. **'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন–**
ক ডেকার্ট খ ডেভিড হিউম
গ ■ ইমানুয়েল কান্ট ঘ জন লক
নোট : 'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। কান্টের নীতিবিদ্যার মূল কথা ৩টি যথাক্রমে : ১. সৎ ইচ্ছা (Good will); ২. কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য (Duty for duty's sake); ৩. শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative)। তার বিখ্যাত উক্তি– বিজ্ঞান সংগঠিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা সংগঠিত জীবন।

৪৩তম বিসিএস

১. **নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?**
ক সমাজ খ নৈতিক চেতনা
গ রাষ্ট্র ঘ ■ ধর্ম

২. **'On Liberty' গ্রন্থের লেখক কে?**
ক ইমানুয়েল কান্ট খ টমাস হবস
গ ■ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ জেরেমি বেন্থাম

[নোট : ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'On Liberty', যা ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে স্টুয়ার্ট মিল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে উপযোগবাদের নৈতিক ব্যবস্থার দিকটি আলোচনা করেছেন। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট রচিত গ্রন্থ হলো 'Groundwork of the Metaphysic of Morals', 'Metaphysic of Morals'। অপর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস ও জেরেমি বেন্থামের বিখ্যাত গ্রন্থ– Leviathan ও Deontology or The Science of Morality]

৩. **উৎপত্তিগত অর্থে governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
ক লাতিন খ ■ গ্রিক গ হিব্রু ঘ ফারসি
[নোট : গ্রিক শব্দ kubernaein থেকে ইংরেজি governance শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। শাসন করা অর্থে দার্শনিক প্লেটো প্রথম kubernaein শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আর ইংরেজি শব্দ হিসেবে governance প্রথম ব্যবহার হয় ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ প্রটেস্ট্যান্ট সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম টিনডেলের লেখায়]।

৪. **'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'– ধারণাটির প্রবর্তক কে?**
ক ■ ইমানুয়েল কান্ট খ হার্বার্ট স্পেন্সার
গ বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ অ্যারিস্টটল
[নোট : কর্তব্যের নৈতিকতা ধারণার প্রবর্তক জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' ধারণাটিরও প্রবর্তক। কান্টের মতে, আমরা সবাই বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করি এবং সে উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করি। জীবন সংরক্ষণ করা আমাদের একটি কর্তব্য। আবার জীবন সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে একটি প্রবণতা বা ঝোঁক রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের অনেকেই এই জীবন সংরক্ষণের জন্য কৃত কর্তব্য পালন করেন এমনভাবে বা এমন সব নীতি অনুসারে, যার মধ্যে কোনো নৈতিক আধেয় (Moral Content) নেই। আর এই কর্তব্য প্রণোদনাকে বলা হয় 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' বা 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য' বা 'Duty for duty's sake']।

৫. **'Human Society in Ethics and Politics' গ্রন্থের লেখক কে?**
ক প্লেটো খ রুসো
গ ■ বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ জন স্টুয়ার্ট মিল
[নোট : বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বহুবিদ্যাজ্ঞ হলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'Human Society in Ethics and Politics'। উক্ত গ্রন্থে বার্ট্রান্ড রাসেল রাজনীতি ও ধর্মের আলোকে তাঁর নৈতিকতা ও রাজনৈতিক অবস্থান সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে প্লেটো, রুশো ও মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ যথাক্রমে 'রিপাবলিক', 'দি সোশাল কন্ট্রাক্ট' ও 'অন লিবার্টি']।

৬. **'শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন হয়, তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয়, তাহলে আইন অকার্যকর'– এটি কে বলেছেন?**
ক সক্রেটিস খ ■ প্লেটো
গ অ্যারিস্টটল ঘ বেনথাম
[নোট : সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি– 'নিজেকে জানো' বা know thyself। অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি– 'মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রাণী']।

৭. **বাংলাদেশে কত সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়?**
ক ২০১০ খ ২০১১ গ ■ ২০১২ ঘ ২০১৩

৮. **বিশ্বব্যাংকের মতে– সুশাসনের উপাদান কয়টি?**
ক ৩টি খ ৫টি গ ৪টি ঘ ■ ৬টি
[নোট : ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের ৪টি উপাদানের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালে সুশাসনের গতির ব্যাখ্যায় ৬টি উপাদানের প্রচার করে। অপরদিকে, বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা IDA-এর মতে সুশাসনের উপাদান ৪টি।]

৯. **সুশাসনের মূল ভিত্তি কী?**
ক মূল্যবোধ খ ■ আইনের শাসন
গ গণতন্ত্র ঘ আমলাতন্ত্র

১০. **কোন নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে?**
ক আত্মস্বার্থবাদ খ পরার্থবাদ
গ পূর্ণতাবাদ ঘ ■ উপযোগবাদ
[নোট : নৈতিক বিচারের আদর্শ সম্পর্কীয় নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের একটি বিভাগ হলো **আত্মস্বার্থবাদ**, যেখানে নৈতিক মানদণ্ডে ব্যক্তির সর্বোচ্চ সুখের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যে কাজ ব্যক্তির নিজের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুখকর বলে বিবেচিত হবে, সেই কাজই হবে ঐ ব্যক্তির নিকট করণীয় বা উচিত কাজ। অপরদিকে, **পরার্থবাদ** দ্বারা অপরের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা যায়, ত্যাগ স্বীকারের মনোভাবকে বোঝায়, যেখানে **পূর্ণতাবাদ** বলতে জটিল আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে ত্রুটিমুক্ত ও শুদ্ধতর কিছুকে বোঝায়। আর **উপযোগবাদে** সমাজে সকল ব্যক্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ বা ম্যাক্সিমাম হ্যাপিনেসের কামনার কথা বলা হয়]।

৪২তম বিসিএস (বিশেষ)

[৪২তম বিসিএস স্পেশাল হওয়ায় 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন' অংশটি সিলেবাসভুক্ত ছিল না]

৪১তম বিসিএস

১. **মূল্যবোধ দৃঢ় হয়–**
ক ■ শিক্ষার মাধ্যমে খ সুশাসনের মাধ্যমে
গ ধর্মের মাধ্যমে ঘ গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে

২. **কোন মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত?**
ক সামাজিক মূল্যবোধ খ ইতিবাচক মূল্যবোধ
গ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঘ ■ নৈতিক মূল্যবোধ

৩. **কে 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন?**
ক হ্যারল্ড উইলসন খ এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন
গ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ ■ ইমানুয়েল কান্ট
[নোট : নৈতিকতার আলোচনায় জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন। সদিচ্ছাকে কর্মনীতিরূপে গ্রহণ করলে কর্তব্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই কান্ট সুখবাদীদের ফলমুখী নৈতিকতাকে পরিহার করে কর্তব্যের নৈতিকতাকে গ্রহণ করেছেন। বিবেকের নির্দেশই হচ্ছে কর্তব্যের নির্দেশ। কান্টের মতে, সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনই নৈতিক কর্ম। কান্টের বিখ্যাত নীতি দার্শনিক রচনা 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' (১৭৮১), 'ক্রিটিক অব প্র্যাক্টিক্যাল রিজন', 'ক্রিটিক অব জাজমেন্ট' প্রভৃতি। অন্যদিকে লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন যুক্তরাজ্যের দুই দফায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন একজন উপযোগবাদী ইংরেজ দার্শনিক]।

৪. **সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো–**
ক সুশাসন খ রাষ্ট্র
গ নৈতিকতা ঘ ■ সমাজ

৫. **'সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল'।– এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে?**
ক জাতিসংঘ খ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
গ ■ বিশ্বব্যাংক ঘ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক
[নোট : বিশ্বব্যাংকের অভিমত অনুসারে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। আর এ চারটি স্তম্ভ হলো– ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো এবং ৪. অংশগ্রহণ। অন্যদিকে জাতিসংঘ সুশাসনের ৮টি, ইউএনডিপি ৯টি এবং এডিবি ২টি উপাদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

৬. **'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।' কে এই উক্তি করেন?**
ক এইচডি স্টেইন খ জন স্মিথ
গ ■ মিশেল ক্যামডেসাস ঘ এম ডব্লিউ. পামফ্রে
[নোট : 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক'– উক্তিটি করেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ মিশেল ক্যামডেসাস। তিনি IMF-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (১৯৮৭-২০০০) থাকাকালীন ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে আয়োজিত এক সমাবেশে এই উক্তিটি করেন]।

৭. **মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো–**
ক বিভিন্নতা খ পরিবর্তনশীলতা
গ আপেক্ষিকতা ঘ ■ উপরের সবগুলোই

৮. **প্লেটো 'সদগুণ' বলতে বুঝিয়েছেন–**
ক ■ প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়
খ আত্মপ্রত্যয়, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ
গ সুখ, ভালোত্ব ও প্রেম
ঘ প্রজ্ঞা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুখ ও ন্যায়

৯. **'Political Ideals' গ্রন্থের লেখক কে?**
ক মেকিয়াভেলি খ ■ রাসেল
গ প্লেটো ঘ অ্যারিস্টটল

১০. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে?**
ক অনুচ্ছেদ ১৩ খ ■ অনুচ্ছেদ ১৮
গ অনুচ্ছেদ ২০ ঘ অনুচ্ছেদ ২৫

৪০তম বিসিএস

১. **তথ্য পাওয়া মানুষের কী ধরনের অধিকার?**
ক রাজনৈতিক খ অর্থনৈতিক
গ ■ মৌলিক ঘ সামাজিক

২. **বাংলাদেশের 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন–**
ক মোহাম্মদ বরকতুল্লা খ জি.সি. দেব
গ ■ আরজ আলী মাতুব্বর ঘ আবদুল মতীন

৩. **'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি।' এটি–**
ক ■ নৈতিক অনুশাসন
খ রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন
গ আইনের শাসন
ঘ আইনের অধ্যাদেশ

৪. **সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো–**
ক গণতন্ত্র খ বিচার ব্যবস্থা
গ সংবিধান ঘ ■ আইনের শাসন

৫. **'বিপরীত বৈষম্য'-এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়–**
ক নারীদের ক্ষেত্রে খ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
গ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ঘ ■ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে
[নোট : বিপরীত বৈষম্য মূলত বৈষম্যের উল্টা ধারণা, যেখানে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এর প্রশাখায় পুরুষরা নারীদের দ্বারা, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দ্বারা এবং সাধারণ মানুষ কোটাধারীদের দ্বারা বিপরীত বৈষম্যের শিকার হয়। পিছিয়ে পড়াদের এক সারিতে আনার জন্য 'বিপরীত বৈষম্যের' প্রবর্তন সমতা-নীতির বিরোধী নয়। সমতার প্রশ্নে 'বিপরীত-বৈষম্যের' (reverse discrimination) ধারণাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক সময় বহু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা অন্যদের চেয়ে কোনো কোনো দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। অন্যান্যদের সমান করার জন্য তাদের তখন ঐ দিকগুলোতে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। বাইরের দিক থেকে একে বৈষম্যমূলক আচরণ বলে মনে হলেও, তা সমতা-নীতিরই একটি প্রতিফলন। আর একেই বলে 'বিপরীত-বৈষম্যের' নীতি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমাদের সমাজে মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায়, চাকরিতে পুরুষদের চেয়ে পেছনে পড়ে আছে, এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের বিশেষ বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং চাকরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোটা-প্রথা রয়েছে। এটা সমতা-নীতির স্বার্থেই। অবশ্য অনেকে একে এ নীতির পরিপন্থি বলেও মনে করেন]।

৬. **মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো–**
ক উন্নয়ন খ গণতন্ত্র
গ ■ সংস্কৃতি ঘ সুশাসন

৭. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে–**
ক দুর্নীতি দূর হয় খ ■ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
গ আইনের শাসন ঘ কোনোটিই নয়

৮. **মূল্যবোধ হলো–**
ক মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ
খ ■ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
গ সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োনীয় উপাদান
ঘ মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কর্যাবলির দিক নির্দেশনা

৯. **জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–**
ক দারিদ্র্য বিমোচন খ মৌলিক অধিকার রক্ষা
গ ■ মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ঘ নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা
[নোট : ১৯৮০-এর দশকে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে সাব-সাহারান দেশগুলোতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা কার্যক্রম শুরু করে। এতে এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থসামাজিক কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটে। দাতা সংস্থার পরামর্শে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট নীতি অনুসরণ করলেও তা মানুষের তেমন কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে এজেন্ডাভুক্ত করে। জাতিসংঘের অভিমত অনুযায়ী সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন]।

১০. **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো–**
ক সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
খ নিজের অধিকার ভোগ করা
গ সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
ঘ ■ নিয়মিত কর প্রদান করা

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)

[৩৯তম বিসিএস স্পেশাল হওয়ায় 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন' অংশটি সিলেবাসভুক্ত ছিল না]

৩৮তম বিসিএস

১. **জেরেমি বেন্থাম কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?**
ক জার্মানি খ ফ্রান্স গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ ■ যুক্তরাজ্য

২. **মূল্যবোধ পরীক্ষা করে–**
ক ভালো ও মন্দ খ ন্যায় ও অন্যায়
গ নৈতিকতা ও অনৈতিকতা ঘ ■ উপরের সবগুলো

৩. **গোল্ডেন মিন (Golden Mean) হলো–**
ক সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের গড়
খ ■ দুটি চরমপন্থায় মধ্যবর্তী অবস্থা
গ ত্রিভুজের দুটি বাহুন ভূকেন্দ্রিক সম্পর্ক
ঘ একটি প্রাচীন দার্শনিক ধারার নাম
[নোট : গোল্ডেন মিন (Golden Mean) বা সুবর্ণ মধ্যক একটি দার্শনিক পরিশব্দ, যার মাধ্যমে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টেটল দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। যেমন একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিক খুবই অভাব– এ দুটি অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থাই হলো গোল্ডেন মিন]।

৪. **ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে–**
ⓚ সুশাসনের শিক্ষা থেকে ⓚ আইনের শিক্ষা থেকে
ⓖ ■ মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে ⓖ কর্তব্যবোধ থেকে

৫. **সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে?**
ⓚ অংশগ্রহণ ⓚ জবাবদিহি ⓖ ■ স্বচ্ছতা ⓖ সাম্য ও সমতা

৬. **নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?**
ⓚ শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
ⓚ শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
ⓖ শাসন প্রক্রিয়া এবং নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
ⓖ ■ শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন

৭. **নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?**
ⓚ অংশগ্রহণ ⓚ স্বচ্ছতা
ⓖ ■ নৈতিক শাসন ⓖ জবাবদিহিতা
[নোট : জাতিসংঘ সুশাসনের ৮টি উপাদান (অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন, দায়বদ্ধতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের প্রাধান্য) চিহ্নিত করেছে]।

৮. **নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়?**
ⓚ ■ আইন ⓚ প্রতীক ⓖ ভাষা ⓖ মূল্যবোধ
[নোট : সকল সংস্কৃতিতেই কিছু প্রধান উপাদান রয়েছে যেমন– ভাষা, শ্রেয়োবোধ, অনুমোদন, মূল্যবোধ প্রভৃতি। সংস্কৃতি প্রধানত প্রতীকীগত আচরণ এবং বস্তুগত জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৯. **কোন বছর ইউএনডিপি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?**
ⓚ ১৯৯৫ ⓚ ■ ১৯৯৭ ⓖ ১৯৯৮ ⓖ১৯৯৯

১০. **শূন্যবাদ যে ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত তার অর্থ–**
ⓚ সব ⓚ ■ কিছুই না ⓖ সর্বজনীন ⓖ কিছু
[নোট : বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম অনুসারী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদই হলো শূন্যবাদ (Zeroism)। যার অপর নাম আপেক্ষিকবাদ (The theory of relativity) এই শূন্যবাদ অনুসারে সবকিছু শূন্য। এই শূন্যবাদ অনুসারে, জড়জগৎ ও মনোজগৎ সবই মিথ্যা। নাগার্জুনের এই শূন্যবাদ বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদ, যে মতবাদ অনুসারে সবকিছু শর্তাধীন তা থেকে নিঃসৃত]।

৩৭তম বিসিএস

১. **UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে?**
ⓚ ৬টি ⓚ৭টি ⓖ ৮টি ⓖ ■ ৯টি
[নোট : সুশাসন নিশ্চিতকরণে UNHCR ৫টি; IDA ৪টি; AFDB ৫টি; UN ৮টি উপাদান উল্লেখ করেছে]।

২. **একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি?**
ⓚ দায়িত্বশীলতা ⓚ ■ নৈতিকতা
ⓖ দক্ষতা ⓖ সরলতা

৩. **রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কাকে বলা হয়?**
ⓚ রাজনীতি ⓚ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়
ⓖ ■ সংবাদমাধ্যম ⓖ যুবশক্তি
[নোট : রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্তম্ভ– ৫টি। প্রথম স্তম্ভ– আইন বিভাগ। দ্বিতীয় স্তম্ভ– নির্বাহী/শাসন বিভাগ। তৃতীয় স্তম্ভ– বিচার বিভাগ। চতুর্থ স্তম্ভ/ Fourth Estate– গণমাধ্যম; পঞ্চম স্তম্ভ/Fifth Estate– সুশীল সমাজ]।

৪. **জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো–**
ⓚ ■ সুশাসন ⓚ আইনের শাসন
ⓖ রাজনীতি ⓖ মানবাধিকার

৫. **সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়?**
ⓚ বিশ্বস্ততা ⓚ ■ সৃজনশীলতা
ⓖ নিরপেক্ষতা ⓖ জবাবদিহিতা

৬. **কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?**
ⓚ পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
ⓚ আইনের শাসন
ⓖ ■ সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
ⓖ অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ

৭. **সরকারি চাকরিতে সততার মাপকাঠি কী?**
ⓚ যথা সময়ে অফিসে আগমন ও অফিস ত্যাগ করা
ⓚ দাপ্তরিক কাজে কোনো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা
ⓖ ■ নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা
ⓖ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা

৮. **আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি?**
ⓚ ■ সত্য ও ন্যায় ⓚ সার্থকতা ⓖ শঠতা ⓖ অসহিষ্ণুতা

৯. **নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কী?**
ⓚ ■ সততা ও নিষ্ঠা ⓚ কর্তব্যপরায়ণতা
ⓖ মায়া ও মমতা ⓖ উদারতা

১০. **'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়'– উক্তিটি কার?**
ⓚ অ্যারিস্টেটল ⓚ জন স্টুয়ার্ট মিল
ⓖ ■ ম্যাককরনি ⓖ ম্যাকিয়াভেলি

৩৬তম বিসিএস

১. **নৈতিকতাকে বলা হয় মানবজীবনের–**
ⓚ নৈতিক শক্তি ⓚ নৈতিক বিধি
ⓖ নৈতিক আদর্শ ⓖ ■ সবগুলোই

২. **'Power: A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?**
ⓚ ম্যাকিয়াভেলি ⓚ হবস ⓖ লক ⓖ ■ বার্ট্রান্ড রাসেল

৩. **'সুবর্ণ মধ্যক' হলো–**
ⓚ গাণিতিক মধ্যমান
ⓚ ■ দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী পন্থা
ⓖ সম্ভাব্য সবধরনের কাজের মধ্যমান
ⓖ একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম

৪. **নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বোঝায়–**
ⓚ মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন, যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
ⓚ বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
ⓖ দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদণ্ড বা আচরণবিধি
ⓖ ■ উপরের তিনটিই সঠিক

৫. **ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে–**
ⓚ সামাজিক মূল্যবোধকে ⓚ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে
ⓖ ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে ⓖ ■ স্বাধীনতার মূল্যবোধকে

৬. **মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে–**
ⓚ দুর্নীতি রোধ করা ⓚ ■ সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
ⓖ রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা ⓖ সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

৭. **সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা, যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে–**
ⓚ সুসম্পর্ক গড়ে তোলে ⓚ ■ আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
ⓖ শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে ⓖ কোনটিই নয়

৮. **সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে–**
ⓚ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ⓚ ■ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
ⓖ সামাজিক উন্নয়ন
ⓖ সবগুলোই

৯. **একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো–**
ⓚ স্বাধীনতা ⓚ ক্ষমতা ⓖ কর্মদক্ষতা ⓖ ■ জনকল্যাণ

১০. **সুশাসনের পথে অন্তরায়–**
ⓚ আইনের শাসন ⓚ জবাবদিহিতা
ⓖ ■ স্বজনপ্রীতি ⓖ ন্যায়পরায়ণতা

৩৫তম বিসিএস

১. **নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?**
ⓚ মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান
ⓚ মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
ⓖ সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা
ⓖ ■ সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন

২. **মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?**
ⓚ ■ ঐচ্ছিক ক্রিয়া ⓚ ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া
ⓖ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ⓖ ক ও গ নামক ক্রিয়া

৩. **মূল্যবোধ (Values) কী?**
ⓚ ■ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
ⓚ শুধু মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিকনির্দেশনা
ⓖ সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
ⓖ মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

৪. **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?**
ⓚ সুশাসনের সামাজিক দিক ⓚ ■ সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
ⓖ সুশাসনের মূল্যবোধের দিক ⓖ সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক

৫. **সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?**
ⓚ আইনের শাসন ⓚ নৈতিকতা
ⓖ সাম্য ⓖ ■ উপরের সবগুলো

৬. **সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে–**
ⓚ ■ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ⓚ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
ⓖ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ⓖ নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা

৭. **'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান।'– বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?**
ⓚ ৭নং অনুচ্ছেদে ⓚ ৩৭নং অনুচ্ছেদে
ⓖ ■ ২৭নং অনুচ্ছেদে ⓖ ৪৭নং অনুচ্ছেদে

৮. **'Johannesburg Plan of Implementation' সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?**
ⓚ ■ টেকসই উন্নয়ন ⓚ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
ⓖ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ⓖ উপরের কোনোটিই নয়

৯. **'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে?**
ⓚ জাতিসংঘ ⓚ ■ বিশ্বব্যাংক
ⓖ ইউএনডিপি ⓖ আইএমএফ

১০. **নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কীসের অন্তরায়?**
ⓚ সামাজিক অবক্ষয়ের ⓚ মূল্যবোধ অবক্ষয়ের
ⓖ ■ সুশাসনের ⓖ শিক্ষার গুণগতমানের

নৈতিকতা

- 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা' বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ আছে– ১৮নং অনুচ্ছেদে।
- নৈতিকতার ইংরেজি শব্দ Morality, যা ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে এসেছে, যার অর্থ সঠিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও চরিত্র। আবার Moral শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Mores থেকে এসেছে, যার অ রীতিনীতি বা অভ্যাস।
- 'নৈতিকতা' শব্দটির অপর ইংরেজি শব্দ Ethics, যা নীতিবিদ্যা ব নীতিশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত।
- Ethics শব্দটি গ্রিক শব্দ Ethos থেকে এসেছে।
- Ethics শব্দের প্রতিশব্দ চরিত্র। Moral এবং Ethics উৎপত্তিগত দিক থেকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।
তবে বাংলা নৈতিকতার সমার্থক শব্দ হিসেবে সদগুণ বা Goodnes এবং ন্যায্যতা বা Rightness ব্যবহৃত হয়।
- কাজেই নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণ, অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি ভালো-মন্দ দিক নির্দেশ করে।
- নৈতিকতা বলতে কোনো সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত আচরণবিধি (Code of Conduct) থেকে উদ্ভূত আদর্শ বা নীতিকে বোঝায়।
- আর বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণ মানদণ্ড নির্ধারণ-সংক্রান্ত আচরণবিধি 'নৈতিক আচরণবিধি' (Code of Ethics) হিসেবে পরিগণিত হয়।
- **ডি জর্জ বলেন,** 'নৈতিকতা হলো ঐসব অনুশীলন ও ক্রিয়াকলাপ, যা ভালো বা মন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।'
- 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' উক্তিটি **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।**
- নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য সত্য ও কল্যাণ কী–এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।
- **জেএস মেক্যাঞ্জির মতে,** "Ethics is the science general study of the idea involved in human life."
- Cambridge International Dictionary of English অনুসারে, নৈতিকতা হলো একটি গুণ বা ভালো আচরণ বা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- **নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যুর বলেন,** 'শুভর প্রতি অনুরাগ এবং অশুভর প্রতি বিরাগ হচ্ছে নৈতিকতা।'
- **অধ্যাপক নিউমনার ও কিলিং বলেন,** 'নৈতিকতা হলো বিজ্ঞান ও দর্শনের সেই সকল কাজ যা মানুষের নৈতিক আচরণ, কর্তব্য এবং বিচার-বিবেচনা বিশ্লেষণ করে।'
- **Encyclopedia of America গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,** 'নৈতিকতা হলো দর্শনের এমন একটি শাখা, যার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট নৈতিক আচরণ ও কার্যক্রমের সূত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়।'
- "Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct" (Prof. Mackenzie).
- বস্তুত নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
- নৈতিকতা ব্যক্তির মানসিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আর এ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। কেননা মানুষের অন্তর্নিহিত নীতিগত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি, যা তাকে সুকুমারবৃত্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে তাই নৈতিকতা।
- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে শুদ্ধাচার বলা হয়।

নৈতিকতার উৎস

- নৈতিকতা বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। সমাজভেদে নৈতিকতার উৎসের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।
- জোনাথান হ্যাইটের মতে, 'নৈতিকতার উদ্ভব হতে পারে ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ– এ তিনটি থেকেই।'
- সব ধর্মই মানুষকে সৎপথে চালিত করতে উৎসাহিত করে এবং ভালোত্ব ও মন্দত্বের মানদণ্ডে গ্রহণ ও বর্জনের দীক্ষা প্রদান করে। অদ্রুপ সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি থেকেও মানুষের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত হতে পারে। উন্নত, শ্রেষ্ঠ এবং প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে কীর্তিমান এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আচরণ থেকেও নৈতিকতা সঞ্চারিত হতে পারে।

- গ্রিক রাষ্ট্রদার্শনিক অ্যারিস্টেটল তাঁর "Ethics" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সদগুণ দুই প্রকারের। যথা- ১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও ২. নৈতিক।
- শিক্ষা থেকে আসে বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি আর নৈতিক গুণাবলি তৈরি হয় মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে। মোটকথা- পরিবার, ধর্ম, প্রথা, আদর্শ ন্যায়বোধ ইত্যাদি থেকে নৈতিকতা উৎসারিত হয়। নৈতিকতা মানুষের মনে উদ্ভব ও বিকশিত হয় এবং সমাজ এটিকে লালন করে।

তথ্যবিবরণী

- **নীতিবিদ্যার মূলধারা ৪টি। যথা :**
  ১. পরানীতিবিদ্যা; ২. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা;
  ৩. বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা ও ৪. মানমূলক নীতিবিদ্যা।
- নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণ অংশকে নীতিবিদ্যার যে অংশে আলোচনা করা হয়, তা হচ্ছে পরানীতিবিদ্যা।
- পরানীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Metaethics'।
- পরানীতিবিদ্যা হলো বিভিন্ন নৈতিক উক্তি।
- পদ বা অবধারণ নৈতিক পদের সাথে নৈতিক অবধারণের যৌক্তিকতা নিরূপণ নৈতিক পদ বা অবধারণের অর্থ বিশ্লেষণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে যে নৈতিক মতবাদগুলো গড়ে উঠেছে তার সমষ্টি।
- পরানীতিবিদ্যার সূচনাকারী GE Moore.
- **GE Morre** তাঁর যে গ্রন্থে পরানীতিবিদ্যা আলোচনা করেন 'Principia Ethica'
- পরানীতিবিদ্যার প্রধান কাজ নৈতিক উক্তি বা ধারণার ব্যাখ্যা ও ভাষাগত বিশ্লেষণসহ নৈতিক পদের সাথে নৈতিক বচন বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিরূপণ করা।
- *'The Elements of Ethics'* গ্রন্থের লেখক- Bertrand Russell
- আইন ও নৈতিকতার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেছেন- ম্যাকিয়াভেলি
- মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যকারী ধারণা- ঔচিত্যবোধ
- নৈতিকতার ধারণা- সার্বজনীন
- নৈতিকতা পরিচালিত হয়- সামাজিক বিবেকের দ্বারা
- Morals of Morality-এর মূল উৎস- ল্যাটিন শব্দ Mas
- "Virtue is knowledge" উক্তিটি করেছেন- সক্রেটিস
- নৈতিকতার উৎস- নৈতিকতার উৎস মানুষের বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা
- নৈতিকতার নীতি- বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, সত্য কথা বলা, অসহায়কে সাহায্য করা, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা
- নৈতিকতা যার ভিত্তিতে কাজ করে- আইনের ভিত্তি হিসেবে
- প্রাচীন সমাজ কী দ্বারা পরিচালিত হতো- নৈতিকতা
- বুদ্ধিমান ও ভদ্র মানুষ তৈরিতে সহায়তা করে- নীতি ও ঔচিত্যবোধ
- নৈতিকতার বিধান- ঐচ্ছিক
- নৈতিকতার প্রধান উৎস- বিবেক
- 'ধর্ম, ঐতিহ্য, মানব আচরণ এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব' কার উক্তি- জোনাথন হ্যাইট
- নৈতিকতা বিকাশের লালন ক্ষেত্র- সমাজ
- নৈতিকতা কোন শাস্ত্রের শাখা- দর্শন শাস্ত্র
- নীতিশাস্ত্রের দুটি প্রধান দিক- তত্ত্বের দিক ও তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক
- "Law does not and can not cover all grounds of morality" উক্তিটি- ম্যাকাইভারের
- ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ এই তিনটি থেকে উদ্ভব- নৈতিকতা
- নীতিবোধের বিকাশ ঘটে- মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ থেকে
- নীতিবিদ্যার অংশ- দুটি যথা : ১. মৌলিক অংশ, ২. প্রায়োগিক অংশ

১. মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সংজ্ঞা

মূল্যবোধ

- Values ইংরেজি শব্দটি Value শব্দের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ- কোনো ব্যক্তির নীতি বা আদর্শ (Person's Principles), ব্যক্তির আচরণের মানদণ্ড (Person's standard of behaviour), নৈতিকতা (Ethics), আচরণবিধি (Moral Code) এবং আচরণের মানদণ্ড (Standards of Behaviour) ইত্যাদি।
  উদাহরণ : স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি, সততা প্রভৃতি।
- Values বা মূল্যবোধ দর্শনশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।
- যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ (Values) বলে থাকি।
- মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য উপাদান।
- মূল্যবোধ হলো মানুষের এমন আচার-আচরণ, রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ যা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত। প্রত্যেক সমাজে ভালো মন্দের একটি মানদণ্ড থাকে যার আলোকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, শোভন-অশোভন ইত্যাদি আচরণের বিচার করা হয়।
- মূল্যবোধ আইন নয়, মূল্যবোধের লঙ্ঘন দণ্ডনীয়ও নয়।
- "Eat to please thyself, but dress to please others."
  - Franklin-এর উক্তিটিতে এসথেটিক/সৌন্দর্যবোধের মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে।
- "A thing of beauty is a joy for ever"
  এটি যে ধরনের মূল্যবোধ- সৌন্দর্যবোধ
- "Cut your Coat According to your Cloth"- উক্তিটি যে মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত- অর্থনৈতিক
- মূল্যবোধ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী- নীতি ও মানদণ্ড
- মূল্যবোধ মানুষকে উচিত-অনুচিত সম্পর্কে শিক্ষা দেয় এবং ভালো ও কল্যাণকে গ্রহণ এবং মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জনে তাড়িত করে।
- Values শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে মূল্য বা গুরুত্ব (Worth), উপকারিতা (Benefit), সুবিধা (Advantage), সদগুণ (Merit), সাহায্য (Help) ও কার্যকারিতা (Avail).
- মূল্যবোধকে বলা যায় একপ্রকার- সামাজিক নৈতিকতা
- চীন ও ভারতের মূল্যবোধ- অত্যন্ত পুরাতন
- শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি- মূল্যবোধ
- মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
- মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব রাখে- ধর্ম
- বাংলাদেশ সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান করা হয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী Hall and Tonna তাদের মূল্যবোধ উন্নয়নসূচকে উল্লেখ করেন- মোট ১২৫টি মূল্যবোধের
- মূল্যবোধ অনুমোদিত হয়- সমাজের বৃহৎ অংশ কর্তৃক
- আমাদের দেশে চিরন্তন মূল্যবোধ হলো- সত্য ও ন্যায়
- একজন জনপ্রশাসক বা আমলার মৌলিক মূল্যবোধ হলো- জনকল্যাণ সাধন করা
- ফ্রাঙ্কেল মনে করেন, 'মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ।'

শিক্ষা

- ইংরেজি Education শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো শিক্ষা।
- Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare/Educere/ Education থেকে। Educare অর্থ- প্রতিপালন বা পরিচর্যা করা। Educare অর্থ নিষ্কাশন করা আর Education অর্থ শিক্ষাদানের কাজ করা।

- বাংলায় শিক্ষা শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। শিক্ষা শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ হলো 'বিদ্যা', যার অর্থ জ্ঞান আহরণ, কৌশল আয়ত্তকরণ বা কৌশলগত দক্ষতার প্রণয়ন।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শব্দটি মানুষের কর্মোপযোগী জ্ঞান কলাকৌশল অর্জনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। কিন্তু এ ধারণাটি সত্যিকারের শিক্ষাকে নির্দেশ করে না। বলা হয় শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা একটি জাতিকে সভ্যতা, সংস্কৃতি আর উন্নত জীবনাদর্শে সমৃদ্ধ করে।
- পবিত্র কুরআনে শিক্ষা বা জ্ঞানকে অন্ধকারের বিপরীত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষা হলো আলো, যা দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হয়। সত্যিকারের শিক্ষাই অন্য প্রাণীদের থেকে মানুষকে আলাদা করেছে। যার সত্যিকারের শিক্ষা নেই সে পশুর সমান।
- ব্যাপকার্থে শিক্ষা হলো- মানুষকে কর্মোপযোগী কলাকৌশল ও দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা।
- শিক্ষাকে তিন ভাগে করা যায়। যথা-
  ১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।
  ২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
  ৩. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

সুশাসন

- Good Governance শব্দটি 'Good' এবং 'Governance'- এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যার অর্থ- নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন।
- জাতিসংঘের যে প্রতিষ্ঠান সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে- UNDP
- 'Good Governance' শব্দটি ব্যবহার করেন- বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বারবার 'কোনাবল'।
- ব্যুৎপত্তিগতভাবে Governance (শাসন) শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Kubernaein' থেকে এসেছে। যার অর্থ পরিচালনা করা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের যবনিকাপাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হয় আন্তর্জাতিক দাতা দেশ ও সংস্থার (WB, IMF, UNDP, USAID, UNCTAD) মাধ্যমে।
- নব্বইয়ের দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন সাহায্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে 'সুশাসন'-এর ধারণা জুড়ে দেওয়া হয়।
- ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Sub Saharan Africa, From Crisis to Sustainable Growth শীর্ষক রিপোর্টে সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।
- ১৯৯৮ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত রিপোর্ট Assessing Aid; What Works; What Doesn't work and why-তে শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন সাহায্যের কার্যকারিতা ও দুইয়ের সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।
- ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক Institutional Governance Reviews (IGR)-এর আওতায় প্রায় ১৫০টি দেশের শাসনব্যবস্থার গুণগত দিক মূল্যায়ন করছে। বস্তুত, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজারমুখী কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া থেকেই 'সুশাসন' ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
- সুশাসন সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় Abdul latif Adel (2003)-এর 'Good Governance and its Relationship to Economic Development'-এ।
- মোট কথা নব্বইয়ের দশক থেকে সুশাসন বিষয়টি বহুল পরিচিতি লাভ করে।
- সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নবিষয়ক আলোচনায় সুশাসন তথা Good Governance শব্দদ্বয় অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য দাতা দেশ ও গোষ্ঠীসমূহের উন্নয়ন-সাহায্যবিষয়ক রিপোর্ট থেকে যতদূর জানা যায়, তাহলো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকই মূলত সুশাসন ধারণাটির উদ্ভাবক। অর্থাৎ বিশ্বব্যাংকই সর্বপ্রথম সুশাসন ধারণাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে।
- 'সুশাসন' ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।
- আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারিতে 'শাসন' কথাটির ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে, 'কোন কর্মকাণ্ড, প্রক্রিয়া বা শাসন করার ক্ষমতা।' তবে অধিকতর সহজ ভাষায় বলা যায়, 'শাসন' অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল।
- গভর্ন্যান্স (Governance) একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গভর্ন্যান্সকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শাসনের ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে।
- 'গভর্ন্যান্স' প্রত্যয়টির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাঁড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। তবে সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা 'সুশাসনের ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির (Concept) সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তা পূরণের শর্তে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ঋণ সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- **অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমানের মতে,** 'শাসন হলো এমন একটি ধারণা যেখানে কর্তৃপক্ষ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে।'
- **ডি. কউফম্যান ও অন্যরা (D. Kaufmann & others) মনে করেন যে,** 'যে প্রক্রিয়ায় শাসকবর্গ নির্বাচিত হন, জবাবদিহিতা করেন, নিরীক্ষিত ও পরিবর্তিত হন; সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সরকারি দক্ষতা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বিবেচিত হয়, তাকেই গভর্ন্যান্স বলে।'
- বিশ্বব্যাংকের বর্ণনানুযায়ী, শাসন বিষয়টি যে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কর্তৃত্বের চর্চা দৃশ্যমান, যার মূল লক্ষ্য, উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও কর্তব্য পালনে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- 'সুশাসন' কথাটি শাসন সংক্রান্ত ধারণার একটি গুণগত দিকনির্দেশ করে। জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো সুশাসন।
- ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু গভর্ন্যান্স বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তম্ভ হলো- ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ।
- সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করা যায় না। কেননা সুশাসনের ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

- 'সুশাসন' ধারনাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে 'সুশাসন' ধারণাটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
- **সুশাসনের প্রামাণ্য সংজ্ঞা :** সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কেননা সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক। তবে এরপরও বিভিন্ন তাত্ত্বিক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ :
- সুশাসনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককরনি (Maccorney)। তার মতে, 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।' (Good Governance is the relationship between civil society and the state between government and governed, the ruler and ruled.)

  মোটকথা, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability) বৈধতা (Legitamacy), স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন (Rule of law), আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাদিহিতা বা দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর থাকে, তাহলে সে শাসনকে 'সুশাসন' (Good Governance) বলে।

  একটি আধুনিক ধারণা হিসেবে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার পথে রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা বা বাধা। তবে সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান করে বা বাধা পেরিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
- **মারটিন মিনোগ** সুশাসনের অর্থ করেছেন এভাবে– 'ব্যাপক অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমষ্টি একটি সংস্কারমূলক কৌশল, যা সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর করে তোলে।'
- বিভিন্ন তাত্ত্বিক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা সুশাসন ধারণাটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।
- **UNDP (১৯৯৭)-এর বর্ণনানুযায়ী,** 'যে শাসনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষিত থাকে, সম্পদ ও অধিকার রক্ষাকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়, বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়, মৌলিক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, দরিদ্রের সেবা প্রদান করা হয় সর্বোপরি জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সুশাসন বলে।'
- **যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ট্রেজারি সচিব পল ও নীল মনে করেন,** 'সুশাসন অর্থ আইন ও চুক্তিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন, মানবাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।'
- **বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)-এর মতে,** 'সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।'
- **UNDP-এর মতে,** 'একটি দেশের সার্বিক স্তরের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চার বা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো সুশাসন' (Good Governance is the exercise of economic, Political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels.)।
- **জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেছেন,** 'সুশাসন মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা এবং সক্ষমতাকে প্রবর্তন করে।'
- **জি. বিলনে (G. Bilney)-এর মতে,** 'সুশাসন হলো দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পদের এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা যেটা উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং সুষম।'

সুশাসনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

- সুশাসন প্রত্যয়টি 'বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন' নামে খ্যাত।
- অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সুশাসনের অভাব একটি বড় বাধা। গণতান্ত্রিক বিশ্বের দারিদ্র্য দেশগুলোতে বিভিন্ন সময় নানাভাবে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর মাঝে প্রধান বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে– একনায়কতন্ত্র, দুর্নীতি, সামরিক শাসন, রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার অভাব ইত্যাদি।
- বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিশ্বের উন্নয়ন সাহায্য ও দাতা সংস্থাগুলো তাদের সহায়তা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে 'সুশাসন'কে। তারা সুশাসনের সংজ্ঞা, উপাদান ও কর্মকৌশল সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করেছেন।
- জাতিসংঘের Manual on Anti Corruption Police-তে বলা হয়েছে– 'Corruption is the abuse of public office for private Again.'
- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন 2001/72 রেগুলেশনে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার উন্নয়নের কথা বলেছে।
- ইউরোপীয় কমিশন সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রকাশ করে 'শ্বেতপত্র' (White Paper)।
- Millennium Development Goals অর্জনে সুশাসনের অর্থনৈতিক দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। [৩৫তম বিসিএস]
- Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নকেও অধিকতর গুরুত্ব দেয়। [৩৫তম বিসিএস]

২. মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

- মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. সামাজিক ন্যায় বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ
২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
৩. সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
৪. কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে
৫. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা
৬. জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে
৭. সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারণে
৮. মানবসম্পদ উন্নয়নে
৯. রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতায়

৩. মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সাধারণ ধারণা

মূল্যবোধ শিক্ষার সাধারণ ধারণা

- গ্রামীণ Perception অনুযায়ী– শারীরিক, স্বাস্থ্য, মানসিক, পরিচ্ছন্নতা, সমাজে প্রচলিত আদব-কায়দা ও আচরণ, নৈতিকতার উন্নয়ন, ধর্মীয় আদর্শের বিকাশ ইত্যাদি মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য।
- বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী মূল্যবোধ শিক্ষা লাভ করে।
- গ্রামীণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি)।
- আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদির দ্বারা শহরের মূল্যবোধের Perception বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।
- শহরের মানুষের মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সভা-সমিতি, সেমিনার ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- নৈতিকতার সংকট, ব্যক্তিস্বার্থ বোধের প্রাধান্য, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকার শৈথিল্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক অপসংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নিয়ামক শক্তিস্বরূপ।
- বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের অবক্ষয় নিরসনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসারকে।

সুশাসনের সাধারণ ধারণা

- গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সুশাসন দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।
- সুশাসনের ধারণা ৯০-এর দশকে বেশি গুরুত্ব পায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গিয়ে।
- বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালের 'Governance and Development' রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে।
- বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৪ সালের Governance: The World Bank's Experience' রিপোর্টে সুশাসনের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য ৪টি বিষয় উল্লেখ করে–
  ১. সরকারি খাত ব্যবস্থাপনা।
  ২. জবাবদিহিতা।
  ৩. উন্নয়নের আইনি কাঠামো এবং
  ৪. স্বচ্ছতা ও তথ্য নিশ্চিতকরণ।
- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) ১৯৯৫ সালের 'Governance: Sound Development Management' রিপোর্টে সুশাসনের ধারণা দেয়।
- IDA সরকারের যতটি ডাইমেনশন উল্লেখ করেন– ২টি (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক)।
  ক. রাজনৈতিক ডাইমেনশন হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
  খ. অর্থনৈতিক ডাইমেনশন হলো জাতীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (AFDB) সুশাসনের ধারণা প্রদান করে ১৯৯৯ সালে।

সুশাসনের General Perception হতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় :

১. দক্ষ ও সচল প্রশাসন নিশ্চিতকরণ;
২. নাগরিকের জীবনমান উন্নয়ন;
৩. প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নিশ্চিতকরণ;
৪. প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক করে নাগরিকের সেবা প্রদান করা;
৫. দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;
৬. তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
৭. প্রশাসনের ব্যয় কমানো;
৮. প্রত্যেকটি বিভাগ ও অধিদপ্তরকে স্ব-স্ব লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
৯. সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি করা;
১০. কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলা;
১১. প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তার সেবা নিশ্চিত করা।

- 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমর্থক– আমলাতান্ত্রিক গণতন্ত্র
- সুশাসন ধারণাটি উচ্চারিত হয়ে আসছে– গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে
- আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ– আধুনিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম ব্যবস্থাপত্র বলে মনে করেন– সুশাসনকে
- উভয়পক্ষের তথা– সরকার ও জনগণের সুবিধা ও লাভ হলো– সুশাসনের মূলকথা
- সুশাসন অচল হলে ব্যাহত হয়– গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা
- গণতন্ত্র ব্যাহত হয়– সুশাসনের অভাবে
- কৌটিল্যের মতে, সুশাসনের উপাদান– ৪টি
- কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা সর্বপ্রথম আমরা পাই– প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে
- সুশাসনের অন্যতম শর্ত হলো– সরকারের দুর্নীতি রোধ ও জবাবদিহিতা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠিত হবে– স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ
- বর্তমান সময়ের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেদের দাবি করে– কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে
- বাংলাদেশে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়– ২১ নভেম্বর ২০০৪
- Ombudsman বা ন্যায়পাল শব্দটির অর্থ– প্রতিনিধি/মুখপাত্র
- ন্যায়পাল পদ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়– সুইডেনে, ১৮০৯ সালে
- গ্রেট ব্রিটেনে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি হয়– ১৯৬৭ সালে
- সুশাসনের ধারণাটি 'The Aarhus Convention'-এর মাধ্যমে জনসম্মুখে উঠে আসে– ১৯৯৮ সালে
- IMF সুশাসনকে উন্নয়ন সহায়তার এজেন্ডাভুক্ত করে– ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধানটি সংযোজন করা হয়েছে, তা হলো ন্যায়পাল
- ন্যায়পাল বিধানটি সংযোজন করা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে
- স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে– ৫৯ ও ৬০নং অনুচ্ছেদে
- ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে– পরিবার থেকে
- বাংলাদেশে বিচার বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে– ১ নভেম্বর ২০০৭
- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়– বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্থ হলো– আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো– স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক রিফর্ম কমিটি গঠন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়– ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- সমাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতি অনুশীলনের আদর্শিক দিক হলো– গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- ব্যক্তির বাইরের ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ়করণে ভূমিকা রাখে যে মূল্যবোধ– বাহ্যিক মূল্যবোধ
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে– স্বাধীনতাকে
- নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে ও সহানুভূতিশীলতা জাগ্রত করে গণতন্ত্রকে সফলতা দান করে– গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রধানত পাওয়া যায়– সামাজিক প্রথা থেকে
- আইনের ভিত্তি মূল মনে করা হয়– মূল্যবোধকে
- মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির নীতি ও ঔচিত্যবোধ যার অভাবে দেখা দেয়– বিশৃঙ্খলা
- সুস্থ সমাজকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান মনে করা হয়– মূল্যবোধকে
- প্রশাসক, সরকার এবং রাষ্ট্র জনকল্যাণ সম্মুখীন হলে তাকে চিহ্নিত করা হয়– মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে
- মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করার প্রধান উপায় হলো– মূল্যবোধের শিক্ষা
- সুশাসনের ধারণাটি আবির্ভাব– বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকে
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নির্ণিত হয়– মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে
- সুশাসন ধারণাটির ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (এজেন্সি) ও সাহায্য দাতা সংস্থা

৪. সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ এবং সুশাসনের গুরুত্ব

মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব চিহ্নিত করা যায়–

১. আইনের শাসন
২. সামাজিক ন্যায়বিচার
৩. শৃঙ্খলাবোধ
৪. কর্তব্যবোধ
৫. জবাবদিহিতা
৬. সহনশীলতা
৭. ব্যক্তিত্বের বিকাশ

সুশাসনের গুরুত্ব

- **UNDP**-এর বর্ণনানুযায়ী, সুশাসন অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তাও বিধান করে যে, এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হবে।
- **World Bank**-এর মতে, সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদসমূহের টেকসই উন্নয়ন ঘটে।
- রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক– **মিশেল ক্যামডেসাস**
- 'সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে'– **বিশ্বব্যাংক**
- রাষ্ট্রীয় ও সামজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে– সুশাসন
- জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করে– সুশাসন
- সুশাসন একটি বহুমাত্রিক (Polygraphic) ধারণা।
- যে শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বৈধতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করে তাকে সুশাসন (Good Governance) বলে। নিচে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

ক. সামাজিক ক্ষেত্রে :

১. সুষ্ঠু সমাজ গঠন;
২. সাম্য প্রতিষ্ঠা;
৩. সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা;
৪. সুষম সামাজিক উন্নয়ন;
৫. দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন;
৬. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৭. সামাজিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি;
৮. সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি;
৯. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন;
১০. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

খ. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :

১. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা;
২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;
৩. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
৪. সুযোগ্য নেতৃত্বের সৃষ্টি;
৫. গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ;
৬. আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন;
৭. জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।

গ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে :

১. অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা; ২.অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জন অংশগ্রহণ
৩. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন; ৪.মানবসম্পদ উন্নয়ন
৫. বহিঃশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস;

সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরা হলো :

১. রাষ্ট্রীয় সকল দিক ও পর্যায়ের উন্নয়নে সুশাসন;
২. জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় সুশাসন;
৩. প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সুশাসন অপরিহার্য;
৪. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক শুদ্ধতায় সুশাসন;
৫. দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন;
৬. পরনির্ভরশীলতা হ্রাসে সুশাসন;
৭. স্বাধীন বিচার বিভাগ ও সুশাসন;
৮. গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা;
০৯. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুশাসন;
১০. সংবিধানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সুশাসন;
১১. দেশপ্রেম ও সুশাসন;
১২. মৌলিক অধিকার রক্ষা;
১৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের প্রভাব

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব

- মূল্যবোধ শিক্ষা– মানুষের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্র, মানবকল্যাণমূলক চেতনা এবং জাতীয় উন্নয়নের বোধ জাগ্রত করে
- দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ঘুস, জবরদখল, লুটপাট, নারী নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য, অবিচার প্রভৃতি উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে– মূল্যবোধ শিক্ষা
- জাতীয় উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে– মূল্যবোধ শিক্ষা

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব

- সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন পরস্পরের– সম্পূরক
- প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের ভিতকে মজবুত করে– সুশাসন
- 'দেশের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক'-এ তত্ত্বটি দিয়েছে– আইএমএফ
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে– রাজনৈতিক অস্থিরতা
- সরকার অর্থ ব্যয়ে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে– স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়– সুশাসন
- জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে– মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসন
- সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের অনুপ্রেরণা আসে– মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
- মানুষ কর্মজীবনে সৎ ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে– মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাবে
- ব্যক্তির কর্তব্যবোধের ভিত্তি– মূল্যবোধের শিক্ষা
- ব্যক্তি, সমাজ এমনটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়– মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাবে
- রাজনীতিকে সহনশীলতা আত্মসংযম এবং অপরের মতকে শ্রদ্ধার অনুপ্রেরণা আসে– গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে
- একটি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে– মূল্যবোধ
- জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি– মূল্যবোধ

৬. সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুশাসন এবং মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

সুশাসনের উপাদানসমূহ

- 'সুশাসন' ধারণাটির উদ্ভাবক বিশ্বব্যাংক
- ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক তার এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করে।
- ১৯৯৪ সালে এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের ৪টি স্তম্ভ উল্লেখ করে। যেমন–
  ১. সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা;
  ২. দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা;
  ৩. উন্নয়নের যথাযথ বা বৈধকাঠামো;
  ৪. স্বচ্ছতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ।

জাতিসংঘের (UN) মতে, সুশাসনের উপাদান ৮টি।	১. জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা; ২. অংশীদারিত্ব; ৩. আইনের শাসন; ৪. কার্যকরী ও দক্ষ; ৫. দায়বদ্ধ; ৬. স্বচ্ছ; ৭. সহানুভূতিশীল; ৮. ন্যায়পরায়ণ ও সমন্বিত।
কৌটিল্য সুশাসনের ৪টি উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন	1. Law and Order; 2. People caring Administration; 3. Justice and Rationality as the basis of Decision; 4. Corruption Free Governance;
UNHCR সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছে (৫টি)	i. Transparency; ii. Responsibility; iii. Accountability; iv. Participation; v. Responsiveness;
IMF Good Governance এর যেসব শর্তকে প্রাধান্য দেয়, সেগুলো হলো	The transparency of Government accounts, the effectiveness of public resource management and the stability and transparency of the economic an regulatory environment for private sector activity.
IDA সুশাসনের ৪টি উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে	i. জবাবদিহিতা; ii. অংশগ্রহণ; iii. ভবিষ্যদ্বাণী; vi. স্বচ্ছতা;
AFDB সুশাসনের ৫টি উপাদান উল্লেখ করে।	i. জবাবদিহিতা; ii. স্বচ্ছতা; iii. দুর্নীতি দমন; iv. অংশগ্রহণ; v. আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্করণ;

- ১৯৯৭ সালে ইউএনডিপি 'Governance for Sustainable Human Development' নামক কৌশলপত্রে সুশাসনের ৯টি উপাদান উল্লেখ করে। যেমন :
  ১. সমঅংশীদারিত্ব (Participation);
  ২. আইনের শাসন (Rule of Law);
  ৩. স্বচ্ছতা (Transparency);
  ৪. সংবেদনশীলতা/সহানুভূতিশীল (Responsiveness);
  ৫. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা (Consensus Orientation);
  ৬. সমতা ও ন্যায্য (Equity);
  ৭. কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and Efficiency);
  ৮. জবাবদিহিতা (Accountability);
  ৯. কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Vision);

সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ;
২. মত প্রকাশের স্বাধীনতা;
৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান;
৪. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা;
৫. জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন;
৬. দক্ষ ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা;
৭. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
৮. সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি জনসম্মতি;
৯. বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন;
১০. সহিংসতা পরিহার;
১১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ;
১৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি;
১৪. সামাজিক দায়িত্ব পালন;
১৫. রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন;
১৬. আইন মান্য করা;
১৭. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন;
১৮. নিয়মিত কর প্রদান;
১৯. আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা;
২০. রাষ্ট্রের সেবা করা;
২১. জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা;
২২. সুশাসনের আগ্রহ থাকা;
২৩. সংবিধান মেনে চলা;
২৪. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;
২৫. ন্যায়বিচারের আগ্রহ;
২৬. ই-গভর্ন্যান্স।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

- সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান ধাপ হলো মূল্যবোধের শিক্ষা।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠার কিছু উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. মূল্যবোধ শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা;
২. মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
৩. অনৈতিক মানসিকতা পরিহার;
৪. লোভ-লালসা ত্যাগ;
৫. অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার;
৬. ভোগ নয়, ত্যাগের শিক্ষা লাভ;
৭. যা আছে; তাই নিয়ে মানসিক সন্তুষ্টিতে থাকা;
৮. দুর্নীতিকে ঘৃণা করা;
৯. জনগণের সদিচ্ছা;
১০. দারিদ্র্য দূর করে;
১১. শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের চেষ্টা এবং শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা;
১২. প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পর্কে জনমত গঠন;
১৩. দেশপ্রেমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া;
১৪. ভালো মানুষ হওয়ার আগ্রহ;
১৫. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
১৬. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও সুশাসন

- বাংলাদেশ সংবিধানে 'স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা' সংযোজন করা হয়েছে– ৫৯ ও ৬০নং অনুচ্ছেদে
- ন্যায়পাল বিধানটি সংযোজন করা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের– ৭৭নং অনুচ্ছেদে
- Ombudsman (সুইডিস শব্দ) বা ন্যায়পাল শব্দটির অর্থ– প্রতিনিধি বা মুখপাত্র
- ন্যায়পাল পদ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়– সুইডেনে, ১৮০৯ সালে
- গ্রেট ব্রিটেনে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি হয়– ১৯৬৭ সালে
- ১৯৯৮ সালের 'The Aarhus Convention'-এর মাধ্যমে– সুশাসনের ধারণাটি জনসম্মুখে উঠে আসে
- বাংলাদেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান একটি পদক্ষেপ হলো– স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- বিচার বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে– ১ নভেম্বর ২০০৭
- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযাগ নষ্ট হয়– বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো– আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো– জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক রিফর্ম গঠন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি
- স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়– ২১ নভেম্বর, ২০০৪
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়– ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন পাস হয়– ১৯৮০ সালে। (কখনো বাস্তবায়িত হয়নি)

৭. মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপযোগিতা এবং এগুলোর অনুপস্থিতিতে সামাজিক অবক্ষয়

মূল্যবোধের অবক্ষয়	পরিণতি
* মূল্যবোধের অভাব বা অনুপস্থিতিকে বলা হয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। মূল্যবোধ একটি দেশের নৈতিক শক্তি। * দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, অশিক্ষা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক কারণ, আসন বণ্টন ব্যবস্থা, পারিবারিক কারণ, প্রেমে ব্যর্থতা, সহদোষ, অনুকরণ বিভিন্ন চ্যানেল, চলচ্চিত্র, সেশনজট, ভৌগোলিক কারণসহ আরও বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পরিস্থিতি, যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। * উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোড়ামি ও ভুল শিক্ষার কারণে জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটেছে।	* সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। * সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। * মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দরুন অতীতে অনেক জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। * এর অনুপস্থিতি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে। * মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিলুপ্তি ঘটে। * ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়। * মূল্যবোধের অভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়। যথা : ইভটিজিং, সাইবার ক্রাইম প্রভৃতি। * জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। * যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা মূল্যবোধের অভাবে হচ্ছে।

সুশাসনের অভাবজনিত ফলাফল

- সুশাসনের অভাব দেশের মধ্যে সম্পদের অপচয় ঘটায় ও জাতীয় উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।
- সুশাসনের অভাবকে জিইয়ে রেখে ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।
- সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
- সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা প্রদান, রুচিশীল ও সংস্কৃতমনা করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।
- সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।
- নাগরিক অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় ও প্রার্থী সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। যথা :

- নীতি ও ঔচিত্যবোধ প্রতিষ্ঠা;
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা;
- সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা;
- নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ বাড়ানো;
- মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা;
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা;
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা;
- আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন।

বিবিধ তথ্যে মূল্যবোধ

- মূল্যবোধ শিক্ষা (Values Education)– নৈতিকতা সম্বন্ধে চেতনা প্রদায়ী শিক্ষা
- হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus) এর সাথে সম্পর্কিত– বিচার বিভাগ
- Red Tapism বা 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্য'-এর সাথে সম্পর্কিত হলো– আমলাতন্ত্র
- মূল্যবোধের উৎস : পরিবার, ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রথা বা রীতিনীতি, সভা-সমিতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সামাজিক সংগঠন, আইন-কানুন, নাগরিক চেতনা প্রভৃতি।
- মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যসমূহ :
  - ✓ পরিবর্তনশীলতা
  - ✓ আপেক্ষিকতা
  - ✓ বিভিন্নতা
  - ✓ সর্বজনীনতা
  - ✓ এক ও অভিন্ন, যা মানবকল্যাণকর
  - ✓ নৈতিকতার প্রাধান্য
  - ✓ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল
  - ✓ পরিবেশের প্রভাব
  - ✓ মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখে
  - ✓ অপরিমাপযোগ্য : ম্যাক্সওয়েবার বলেছেন, 'মূল্যবোধের পরিমাণ নির্ণায়ক সংখ্যাভিত্তিক ব্যবস্থা নেই।'
  - ✓ জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি
  - ✓ জাতীয় সত্তার দর্পণ
  - ✓ মূল্যবোধ শিক্ষণীয়

মূল্যবোধ বা মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান

মূল্যবোধের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ :

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ; ২.শৃঙ্খলাবোধ; ৩. সামাজিক ন্যায়বিচার; ৪. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ; ৫. সহমর্মিতা; ৬. সহনশীলতা; ৭. দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা; ৮. শ্রমের মর্যাদা; ৯. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা; ১০.আইনের শাসন।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জার্মান দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী Edward Spranger (1928) ৬ ধরনের মূল্যবোধের কথা বলেছেন।

যথা :

১. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ; ২. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ;
৩. সামাজিক মূল্যবোধ; ৪. রাজনৈতিক মূল্যবোধ;
৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ; ৬. সৌন্দর্যবোধমূলক মূল্যবোধ

বিবিধ তথ্যে সুশাসন

সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)।

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৮	মূলনীতিসমূহ
৯	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২	ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানা নীতি
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	*জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা*
১৮ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
২১	নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য
২২	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার উন্নয়ন

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬ - ৪৭ক)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
২৭	*আইনের দৃষ্টিতে সমতা (৩৫তম বিসিএস)*
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
২৯	সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা
৩০	বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ, নিষিদ্ধকরণ
৩১	আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার
৩২	জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৪	জোরজবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২	সম্পত্তির অধিকার
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
৪৫	শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
৪৬	দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা
৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত
৪৭ক	সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বব্যাংক সুশাসনের ছয়টি মূল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে–

১. জবাবদিহিতা ও জনগণের মতামত, যার মধ্যে নাগরিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২. সরকারের কার্যকারিতা, নীতি প্রণয়ন ও সরকারি সেবাদান।
৩. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর গুণগত দিক।
৪. আইনের শাসন।
৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।
৬. দুর্নীতি প্রতিরোধ।

আবার ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)- সুশাসনের ৯টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে। যথা– ১. সকলের অংশগ্রহণ, ২. আইনের অনুশাসন, ৩. স্বচ্ছতা, ৪. জবাবদিহিতা, ৫. ঐকমত্য, ৬. দায়িত্বশীলতা, ৭. সাম্য ও সর্বভুক্তিকরণ, ৮. কার্যকারিতা ও দক্ষতা, ৯. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ।

একনজরে সুশাসনের উপাদান

সংস্থা	উপাদান	গৃহীত সাল
জাতিসংঘ (UN)	৮টি	-
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)	৯টি	১৯৯৭
বিশ্বব্যাংক (WB)	৪টি	১৯৯৪
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDB)	৬টি	১৯৯৮
আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AfDB)/UNHRC	৫টি	১৯৯৯
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	৪টি	১৯৯৫

সুশাসন সম্পর্কিত মতবাদ

- সুশাসন সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ রয়েছে। যথা :

ক. বিশ্বব্যাংকের মতবাদ :

১. সরকারি কাজে দক্ষতা; ২. স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা;
৩. বৈধ চুক্তির প্রয়োগ; ৪. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন;
৫. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক; ৬. আইন সভার নিকট জবাবদিহিতা;
৭. আইন ও মানবাধিকার সংগঠন; ৮. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো;
৯. সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা।

খ. দাতাসংস্থা ও পশ্চিমা দেশের মতবাদ :

১. সুশাসন হলো অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন।
২. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা।
৩. প্রশাসনিক দক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত শাসন কাঠামো।
৪. জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমর্থিত আইনের মাধ্যমে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্যাবলি :

জনগণের অংশগ্রহণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীল, ঐকমত্য, ন্যায়পরায়ণতা, জবাবাদিহি, কার্যকারিতা এবং দক্ষতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন।

সুশাসনের অন্তরায়সমূহ

১. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি;
২. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা;
৩. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব;
৪. নেতৃত্বের সংকট;
৫. জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক;
৬. দুর্নীতি;
৭. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ;
৮. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা;
৯. বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ;
১০. আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা;
১১. জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণ;
১২. যথাযথ পরিকল্পনার অভাব;
১৩. ক্ষমতার অপব্যবহার;
১৪. মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব;
১৫. সম্পদের দক্ষ ব্যবহার;
১৬. স্বাধীন গণমাধ্যমের অভাব।

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।'
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে।
- বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) এবং 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১'-এ-ও সমধর্মী কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দলিলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ উল্লিখিত কনভেনশন ও পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত একটি সমন্বিত কৌশল।
- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে বোঝায়।
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।
- সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে :

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১০টি

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন, ২. জাতীয় সংসদ, ৩. বিচার বিভাগ ৪. নির্বাচন কমিশন, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেল, ৬. সরকারি কর্ম কমিশন ৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ৮. ন্যায়পাল ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০. স্থানীয় সরকার।

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ৬টি

১. রাজনৈতিক দল;
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান;
৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ;
৪. পরিবার;
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান;
৬. গণমাধ্যম।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ

- **১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হলো :**

১. মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);
২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৪ অনুচ্ছেদ);
৫. নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৬. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);
৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।

- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত আছে যে, 'আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...।'
- একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ।
- আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সেইসঙ্গে অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত।
- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ অনুযায়ী সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদবলে 'বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যে স্বাধীন থাকিবেন' মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **নির্বাচন কমিশন :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক গঠিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য চারজন কমিশনার নিয়ে বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সংবিধান-নির্দেশিত নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করছেন।
- সংবিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের বলে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১'-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই 'শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায়। সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

[সূত্র : সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। কার্তিক ১৪১৯/অক্টোবর ২০১২]।

একনজরে... নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

- 'সুশাসন' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?– Good Governance
- সুশাসনের ধারণাটির উদ্ভাবক– বিশ্বব্যাংক
- 'যে সমস্ত দেশে সুশাসন আছে কেবল সে সমস্ত দেশেই ঋণ মওকুফ করা হবে'– এটি জাতিসংঘের কোন উপদেষ্টার মন্তব্য?– ইব্রাহিম গানবারি
- 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক'– এ উক্তিটি কার?– মিশেল ক্যামডেসাস
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?– সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় কী?– দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই স্বচ্ছতা, কেননা– স্বচ্ছতা দুর্নীতি রোধ করে
- সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়– আইনের শাসন না থাকলে
- সুশাসনের একটি সমস্যা হলো– জবাবদিহিতার অভাব
- দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন– স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন
- দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক শক্তি কোনটি?– সুশাসন
- একটি দেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বেশি প্রয়োজন কোনটি?– সুশাসন
- 'আইনের চোখে সকলে সমান'– উক্তিটি কে করেছেন?– অধ্যাপক ডাইসি
- বাংলাদেশে কখন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়?– ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর
- সুশীল সমাজ হচ্ছে– রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি
- 'অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ (An Uncontrolled bureaucracy is a threat to democracy)'– উক্তিটি কে করেছেন?– রিচার্ড ক্রসম্যান
- **'Power ends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'**- উক্তিটি কে করেছেন?– লর্ড অ্যাক্টন
- জনগণের মৌলিক ও মানবিক অধিকার রক্ষা পায় যদি– বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান বাধা কোনটি?– রাজনৈতিক অস্থিরতা
- দুর্নীতিকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়?– অভিশাপ
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা বিরাজমান?– সুশাসন
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম একটি– গণতান্ত্রিক দেশ
- সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়– নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
- কোন দেশে অকারণে ক্ষতিকর হরতাল অভ্যুত্থান হয়েছে?– বাংলাদেশ
- দুর্নীতি ও অনিয়ম বাংলাদেশের কোন ধরনের সমস্যা?– জাতীয় সমস্যা
- সুশাসন কখন বাধাগ্রস্ত হয়?– আইনের শাসন না থাকলে
- সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোনটি?– সুশাসন
- সুশাসনের জন্য স্বচ্ছতা প্রয়োজন কেন?– দুর্নীতি রোধ করে
- জাতিসংঘের কোন প্রতিষ্ঠান সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?– UNDP
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা কোনটি?– প্রভাবশালী আমলাতন্ত্র
- সুশাসনের পূর্বশর্ত কী?– আইনের শাসন
- কোনটি সুশাসনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?– রাজনৈতিক কোন্দল
- সুশাসনের জন্য অপরিহার্য উপাদান নয় কোনটি?– বহুদলীয় ব্যবস্থা
- কোনটি সুশাসনের বৈশিষ্ট্য?– আইনের শাসন
- উৎপত্তিগত অর্থে Governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?– গ্রিক
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো– নিয়মিত কর প্রদান
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা কোনটি?– দুর্নীতি
- বাংলাদেশকে দাতাগোষ্ঠী অর্থ সাহায্য প্রদান করে থাকে, এর দ্বারা কী প্রতীয়মান হয়?– বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে
- আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়?– ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা
- UNDP-এর পূর্ণরূপ কী?– United Nations Development Programme
- 'শাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?– Governance
- 'E-Governance'-এর পূর্ণ রূপ কী?– Electronic Governance.
- ই-গভর্ন্যান্স ও সুশাসনের সম্পর্ক কীরূপ?– নিবিড়
- বাংলাদেশে কোন সরকার ডিজিটাল পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে?– শেখ হাসিনার সরকার
- ইলেকট্রনিক ই-গভর্ন্যান্সের মূল লক্ষ্য কী?– সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- কোনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কেউ দূরশিক্ষণের সাহায্যে পড়াশোনা ও ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে?– ই-লার্নিং
- ই-গভর্ন্যান্সকে বলে– তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ
- ই-গভর্ন্যান্সের মূল উদ্দেশ্য হলো– তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- তথ্যপ্রযুক্তির মূল উপাদান হলো– কম্পিউটার
- ই-গভর্ন্যান্সের অন্যতম বাহন কোনটি?– ইন্টারনেট
- ই-গভর্ন্যান্সের সেবা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছাতে প্রয়োজন– ইন্টারনেট
- জনগণের সাথে সরকারের স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কীভাবে?– ই-গভর্ন্যান্স চালু করে
- সরকারের দেওয়া উন্নততর সেবা ই-গভর্ন্যান্স কীভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়?– তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে
- সরকার, জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কোনটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?– ই-গভর্ন্যান্স
- কোন সংস্থার অর্থায়নে Aspire to Innovate (A2i) প্রোগ্রাম চালু হয়?– UNESCO
- তথ্য ও প্রযুক্তি যোগাযোগের উন্নতির সর্ব শীর্ষে কোন দেশের স্থান?– ফিনল্যান্ড
- ই-গভর্ন্যান্স কোন ধরনের যোগাযোগ নিশ্চিত করে?– ত্রিমুখী
- ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে কী বলে?– ই-গভর্ন্যান্স
- সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম কোনটি?– ফেসবুক
- সরকারের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক নির্দেশ করে কোনটি?– জি টু বি
- সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে– সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে
- আধুনিক বিশ্বকে কী বলা হয়?– তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব
- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কত সালে ঘোষণা করা হয়?– ২০০৮ সালে
- 'E-Government'-এর মাধ্যমে কোন ধরনের সরকারকে বোঝানো হয়েছে?– ডিজিটাল
- ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে প্রধান মাধ্যম কোনটি?– তথ্যপ্রযুক্তি

Expert Notes

- জাতির সর্বস্তরের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চার জন্য সরকার ২০১২ সালে Notional Integrity Strategy বা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছেন।
- SAP-Structural Adjustment programme (কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি) আশির দশকে World bank এবং IMF কর্তৃক প্রবর্তিত একটি সংস্কার কর্মসূচি।
- নৈতিকতা ব্যক্তির জীবনের এক ধরনের Moral Map.
- Washington Consensus নব্য উদারতাবাদের দ্বার উন্মোচন করে।

- ➢ সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন পরস্পর সম্পূরক।
- ➢ মূল্যবোধ শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে।
- ➢ মূল্যবোধ শিক্ষা সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- ➢ নৈতিকতার সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন নীতিবিদ জিই ম্যুর।
- ➢ নীতিবিদ জি. ম্যুরের মতে, শুভের প্রতি অনুরাগ এবং অশুভের প্রতি বিরাগই হলো নৈতিকতা।
- ➢ নৈতিকতা ৪ প্রকার। যথা :
  - Mete ethics বা পরা নৈতিকতা
  - Normative ethics- আদর্শনিষ্ঠ নৈতিকতা
  - Applied ethics- প্রায়োগিক নৈতিকতা
  - Descriptive ethics- বর্ণনামূলক নৈতিকতা
- ➢ নৈতিকতা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়।
- ➢ সংস্কৃতির দুটি দিক আছে। যথা : বস্তুগত দিক ও অবস্তুগত দিক।
- ➢ সংস্কৃতির সাথে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।
- ➢ ২০১২ সালে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চার জন্য সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন করেন।
- ➢ সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা একটি চিরন্তন মূল্যবোধ।
- ➢ একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো জনসেবা করা।
- ➢ নৈর্ব্যক্তিক আইনের অভাবে আইনের শাসন কার্যকর হয় না।
- ➢ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ই মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- ➢ সকল মৌলিক অধিকার মানবাধিকার। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।
- ➢ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস প্রায় এক ও অভিন্ন।
- ➢ রাগ ও অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাকে পেশাগত মূল্যবোধ বলে।
- ➢ নৈতিকতা বিরোধী আইন টেকসই হয় না।
- ➢ নৈতিকতা শুধু ব্যক্তির বাহ্যিক দিক নয়, অভ্যন্তরীণ দিক ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- ➢ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ধর্ম।
- ➢ মানুষের যাপিত জীবনকে এক কথায় সংস্কৃতি বলে।
- ➢ একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিত্তি হলো সংস্কৃতি।
- ➢ মূল্যবোধের প্রায়োগিক প্রয়োগকে Norms বলে।
- ➢ মূল্যবোধ স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন হয়।
- ➢ মূল্যবোধ একটি সামষ্টিক বিষয়।
- ➢ সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন পরস্পর সম্পূরক।
- ➢ মূল্যবোধ শিক্ষা সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- ➢ নৈতিকতা এক ধরনের শক্তি ও আদর্শ।
- ➢ দর্শন হলো জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।
- ➢ দর্শন ৬ প্রকার।
- ➢ দর্শনের জনক থেলিস।
- ➢ যা অনুকরণ ও অনুসরণের যোগ্য তাকে আদর্শ বলে।
- ➢ ১৯৮৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক সর্বপ্রথম সুশাসন শব্দটি তাদের Agenda ভুক্ত করেন।
- ➢ আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোতে সুশাসনের সবচেয়ে বেশি ঘাটতি অনুভূত হয়।
- ➢ নৈতিকতার সবচেয়ে বড় উৎস হলো মানুষের বিবেক।

নীতিশাস্ত্রের ওপর বিভিন্ন বই

গ্রন্থের নাম	লেখক
The Element of Moral Philosophy	James Rachels and Stuart Rachels
The Fundamentals of Ethics	Russ Shafer-Landau
Ethics: History, Theory and Contemporary Issues	Steven Cahn and Peter Markie
The Republic	Plato
Nicomachean Ethics	Aristotle
Groundwrok for Metaphysics of Morals, Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, Critique of Judgement	Immanuel Kant
On Liberty, Utilitarianism, System of Logic	স্টুয়ার্ট মিল
Practical Ethics	Peter singer
A manual of Ethics	ম্যাকেঞ্জি

মূল্যবোধ বা Values নিয়ে বিখ্যাত বইয়ের নাম

গ্রন্থের নাম	লেখক
Philosophy in the Flesh	George Lakoff (USA)
The age of Absurdity	Michael Foley (UK)
A Christmas Carol	Charles Dickens (UK)
Solitude	Anthony Storr (UK)
Irresistible	Adam Alter (USA)
Nazism and War	Richard Bessel (USA)
Stoicism and the Art of Happiness	Donal J. Robertson (UK)
Philosophy for Life	Jules Evans (UK)
Man's Search for Meaning	Victor E. Frankl (Austria)
The Meta Morphosis	Franz Kafka (cech Republic)
The Gapes of Wrath	John Steinbeck (USA)
Revolutionary Road	Richard Yates (USA)

সুশাসন সম্পর্কিত বিখ্যাত বই

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
Leviathan	Thomas Hobbes
Bonsai Identifier	Gordon Owen
Seing Like a State	James C. Scott
Political Man	Seymour Martin Lipset
On Tyranny	Timothy Snyder
The Two Income Trap	Amelia Warren & Elizabeth Warren
Misbehaving	Richard H. Thaler
Political Order and Political Decay	Francis Fukuyama
The Politics of the Governed	Partha Chattergee

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন দার্শনিক

কার্ল মার্কস [Karl Marx]	✍ পরিচয় : উনিশ ও বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সমাজ চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ✍ অবদান : ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সাথে তিনি 'মার্কসবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন। ✍ মার্কসীয় দর্শনের মূলকথা : সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। ✍ মার্কসবাদকে কিছুটা পরিবর্তন ও সমালোচনাকে বলে– নব্য মার্কসবাদ। ✍ কার্ল মার্কসের ভাবশিষ্য ছিলেন : লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, ট্রটস্কি, চে গুয়েভারা, হো-চি-মিন উল্লেখযোগ্য। তার বিখ্যাত গ্রন্থ– Das kapital
বার্ট্রান্ড রাসেল [Bertrand Arthur William Russell]	✍ পরিচয় : ব্রিটিশ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, গণিতবিদ, ইতিহাসবেত্তা ও সমাজকর্মী এবং বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে খ্যাত। ✍ দার্শনিক হয়েও ১৯৫০ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ✍ মোতাহের হোসেন চৌধুরী রাসেলের 'Conquest of Happiness' বইটির বাংলা অনুবাদ করেন 'সুখ' নামে। ✍ বঙ্গবন্ধু বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখার ভক্ত ছিলেন বলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন রাসেল। ✍ বার্ট্রান্ড রাসেল বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ✍ তার দার্শনিক নিবন্ধ 'অন ডিনোটিং'কে দর্শনশাস্ত্রে মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়। ✍ বিখ্যাত গ্রন্থ : Power: A new Social Analysis
গোবিন্দ চন্দ্র দেব [GC Dev]	✍ পরিচয় : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাংলার সক্রেটিস নামে পরিচিত। ✍ প্রবক্তা : মানবিক দর্শনের। ✍ পেনসিলভেনিয়ায় Wilkes-Barre কলেজে শিক্ষকতার সময় তাঁর গুণোমুগ্ধ ভক্তরা তার মানবিক দর্শন প্রচারের জন্য The Govinda Dev Foundation For World Brotherhood প্রতিষ্ঠা করে। ✍ ড. দেব তাঁর মানবিক দর্শন প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ✍ প্রকাশনা : ড. দেবের মোট গ্রন্থ ৯টি। যার ২টি বাংলায় ও ৭টি ইংরেজিতে। জীবদ্দশায় প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে যথাক্রমে– 1. Idealism and Progress; 2. Idealism : A New Defence and a New Application. 3. আমার জীবন দর্শন; 4. Aspirations of the Common Man; 5. Budha, the Humanist; 6. তত্ত্ববিদ্যা; 7. The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man ✍ মৃত্যুর পর প্রকাশিত : • Parables of the East • My American Experience ✍ বুদ্ধিজীবী ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হত্যা করে।
সরদার ফজলুল করিম	✍ উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : প্লেটোর রিপাবলিক (অনুবাদ), রুশোর 'দ্যা সোশাল কন্ট্রাক্ট (অনুবাদ), দর্শনকোষ।'
আরজ আলী মাতুব্বর [Aroj Ali Matubbar]	✍ পরিচয় : বাংলাদেশের স্বশিক্ষিত দার্শনিক, মানবতাবাদী, চিন্তাবিদ এবং লেখক। ✍ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু : ধর্ম, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানামুখী জিজ্ঞাসা [বস্তুবাদী দর্শন]। ✍ রচনাবলি : 'সত্যের সন্ধানে', 'সৃষ্টির রহস্য', 'অনুমান', 'স্মরণিকা' ইত্যাদি।

সেল্ফ টেস্ট : ১ ও ২ (নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১. কোন গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'সুশাসন' ধারণা পাওয়া যায়?
(ক) Govt. and Politics (খ) Politics among Nations
(গ) Republic (ঘ) Good Governance

২. কোন সংস্থার মতে, 'সুশাসনের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়'?
(ক) UNDP (খ) জাতিসংঘ (গ) IMF (ঘ) বিশ্বব্যাংক

৩. বিশ্বব্যাংক কবে সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে?
(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৮৯ (গ) ১৯৯১ (ঘ) ১৯৯২

৪. বিশ্বব্যাংক কত সালে সুশাসনের ৪টি স্তম্ভ ঘোষণা করে?
(ক) ২০০০ (খ) ১৯৯৪ (গ) ১৯৯৬ (ঘ) ২০০৭

৫. বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম কবে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে?
(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৯৪ (গ) ১৯৮৯ (ঘ) ১৯৯২

৬. বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কোন সংস্থা ১৯৯৮ সালে সুশাসনের ৪টি উপাদান ঘোষণা করে?
(ক) IFC (খ) IDA (গ) IBRD (ঘ) ICSID

৭. বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন কয়টি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল?
(ক) ৪টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৫টি

৮. সুশাসন ধারণাটি–
(ক) একমাত্রিক (খ) বহুমাত্রিক (গ) আপেক্ষিক (ঘ) খ + গ

৯. বিশ্বব্যাংক কত সালে 'বিশ্ব উন্নয়ন সূচক' চালু করে?
(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৭৮ (গ) ১৯৯৪ (ঘ) ১৯৯৭

১০. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণা করা হয়–
(ক) ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ (খ) ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮
(গ) ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ (ঘ) ১২ ডিসেম্বর ২০০৮

১১. মূল্যবোধের একটি প্রকার হলো–
(ক) শিক্ষা (খ) নৈতিকতা
(গ) সংস্কৃতি (ঘ) সুশাসন

১২. মূল্যবোধের ধারণাটি–
(ক) আপেক্ষিক (খ) শাশ্বত (গ) সর্বজনীন (ঘ) একটিও নয়

১৩. মূল্যবোধের অপর নাম কী?
(ক) সময়নিষ্ঠতা (খ) সহনশীলতা
(গ) নৈতিকতা (ঘ) নিয়মানুবর্তিতা

১৪. মূল্যবোধ দৃঢ় হয় কীসে?
(ক) শিক্ষার মাধ্যমে (খ) খেলাধুলার মাধ্যমে
(গ) রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে (ঘ) সহপাঠীর খেলার মাধ্যমে

১৫. উইলিয়াম এফ অগবার্নের মতে, সংস্কৃতির ধরন কতটি?
(ক) ৮টি (খ) ৬টি (গ) ৪টি (ঘ) ২টি

১৬. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় কেন?
(ক) জবাবদিহিতার কারণে (খ) নিরপেক্ষতার কারণে
(গ) জবাবদিহিতার অভাবে (ঘ) সামাজিক কারণে

১৭. নৈতিকতার উদ্ভব হয় কোথায়?
(ক) সমাজে (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
(গ) মানুষের মনে (ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

১৮. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে কী বলে?
(ক) শুদ্ধাচার (খ) মূল্যবোধ (গ) মিথ্যাচার (ঘ) সুশিক্ষা

১৯. জোনাথন হ্যাইটের মতে, নৈতিকতা উদ্ভব ঘটে কয়টি উৎস হতে?
(ক) ২টি (খ) ৪টি (গ) ৩টি (ঘ) ৫টি

২০. নৈতিকতা উৎস কী?
(ক) নীতিবোধ ও বিবেক বুদ্ধি (খ) ধর্ম
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) মন্দ আচরণ

২১. 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) জি.ই.ম্যুর (খ) জে এস মিল
(গ) ইউলিয়াম লিলি (ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল